International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-VI, November 2022, Page No.56-65
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i6.2022.56-65

বধূ নির্যাতন ও তার আইনী প্রতিকার; নদীয়া জেলার উপর আলোচনা

তনুশ্রী মন্ডল
গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Bride abuse in domestic violence, this term is more or less familiar to all of us and new discussed topic. Usually, after the wedding the bride is the victim of this in human torture. Incidents of bride torture are heard all over India. The type of crime is usually based on bribery. In the past, this type of incident did not get much attention, but now the number of excesses is increasing. In the Indian penal code, this type of offense in included under section 498(A), and the provision of punishment has also been mentioned. In this present article, Article 498 (A) of Bride Torture, legal remedies and its various aspects are discussed. Apart from this a detailed discussion on the proliferation of such crimes in Nadia district and its remedies was given.

Key Words: Bride Torture, 498 A, 125 Maintenance Act, Court Judgment, Sample Survey

আমাদের দেশে বধূ নির্যাতনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে খুব কম সংখ্যক মানুষজনই এই ভয়ঙ্কর এবং অমানবিক অপরাধ সম্বন্ধে অজানা। বিবাহের পর বধূকে শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা নানাভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্থা করে থাকে। মূলত পণজনিত কারণেই এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। অনেক সময়ই বিবাহের পরবর্তী আচারণগত খাপ খাওয়ানোর অসুবিধা থেকেও এই রকম নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো রিপোর্ট কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, স্বাধীনতার পরে প্রতি দশকে বিবাহিত বধূদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সংখ্যা অবিশ্বাস্য ভাবে ক্রমবর্ধমান। বিশেষ করে সত্তর ও আশির দশকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বধূ নির্যাতন ও বধূহত্যার ঘটনা ফলাও করে প্রচারিত হয়।

নারীদের উপর সংঘটিত অপরাধ এটি কোন নতুন বিষয় নয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ব্যবহৃত একটি পুরানো শব্দ। প্রতিনিয়ত নাররীরাই নানারকম অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে এই অপরাধ নানারূপে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতবর্ষে নারীদের উপর নির্যাতন,অত্যাচার প্রতিনিয়তই ঘটে থাকে। তারা পুরুষ কর্তৃক বঞ্চিত ও শোষিত হয়। মহিলারা ঘরে ও বাইরে নানাভাবে অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে থাকে। মহিলাদের বিরুদ্ধে নানারকম অপরাধ সংঘটিত হয়, যেমন- মহিলাদের উপর অত্যাচার করা, পণকেন্দ্রিক বধূহত্যা, বিরক্ত করা, শিশুকন্যাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা। পরিবার

কর্তৃক একজন স্ত্রী যে সমস্ত নির্যাতনের শিকার হয় তার মধ্যে স্ত্রীকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার (Wife-battering) ঘটনা বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে[১]।

পরিবার কর্তৃক বাড়ির বধূর উপর নানাভাবে অত্যাচার করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে পণকেন্দ্রিক অত্যাচার অন্যতম। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, পণকে কেন্দ্র করেই সমগ্র দেশে তথা সমাজে বধূ ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। তবে অন্যান্য কারণেও পরিবার কর্তৃক বধূ নির্যাতনের ঘটনা দেখা যায়। বাঙালী সমাজে পণপ্রথা বা পণব্যবস্থা মহিলাদের ক্ষেত্রে একটি সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। বিবাহের সময় দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়- ১) কন্যা সম্প্রদান (The gift of a virgin) ২) পণ (The Payment of dowry)[২]। পণ হল- বিবাহের সময় কনের বাড়ির তরফ থেকে বরের বাড়িতে দামী দামী জিনিসপত্র, টাকাপয়সা, গহনা সম্প্রদান করা। এই সমস্ত জিনিসপত্রের লেনদেনের বিষয়টি বিবাহের পরেও হয়ে থাকে। বরের দাবিমত ঠিকঠাক জিনিসপত্র, টাকাপয়সা না দিতে পারলে তখন শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে সেই বধূটির উপর নির্যাতন করা হয়ে থাকে। যার পরিণতি হিসেবে অনেক বধূই নির্যাতনের পাশাপাশি মৃত্যুরও সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

ভারতীয় সংবিধানে নারীদের প্রতি সংগঠিত সমস্ত রকম অপরাধের পাশাপাশি আইনী প্রতিকার ও ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বধূ নির্যাতন, বধূ মৃত্যু এই সমস্ত বিষয়ে ভারতীয় সংসদ কর্তৃক বিভিন্ন রকম ধারা এবং ধারায় উল্লেখিত শাস্তি বিধানের নির্দেশ রয়েছে।

১৯৮৩ সালে ভারতীয় দন্ডবিধিতে (IPC) ৪৯৮ (এ) ধারা যুক্ত করে বিবাহিত মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধের আইনী প্রতিবিধান দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১৯৮৬ সালে পণঘটিত মৃত্যু (doury death) এই অপরাধটিকে ৩০৪ বি নং ধারায় সংশোধন করে যুক্ত করা হয়। ভারতীয় সাদা প্রমাণ আইনে (Indian Evidence Act) ১১৩ নং ধারা সংযোজন করে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া বিষয়টি আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়[৩]। অর্থাৎ বধূ নির্যাতনের ৪৮৯ (এ)পাশাপাশি পণঘটিত মৃত্যু, কোন বধূকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা দেওয়া এই সমস্ত অপরাধই আইনী প্রতিবিধান সাপেক্ষ।

৪৮৯ (এ) এই ধারাটি (Section) ফৌজদারী আইনের দ্বিতীয় সংশোধন আইনের অর্ন্তভুক্ত। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে এই আইনটি প্রণীত হয়[৪]। ভারতীয় সংবিধানের ৪৯৮ (এ) ধারায় এই আইন সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার ক্ষেত্রে প্রথমেই নিষ্ঠুর আচরণ (Cruelty) এই শব্দটিকে বোঝানো হয়েছে। নিম্নে এই বিষয়ক বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল- নিষ্ঠুর আচরণ (Cruelty) বলতে বোঝায় (এ) এরূপ ধরনের কোন ইচ্ছাকৃত আচরণ/ব্যবহার যা সম্ভবতঃ সেই স্ত্রীলোককে আত্মহত্যা করতে চালিত করবে কিংবা সেই স্ত্রীলোকের জীবন, অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ বা স্বাস্থ্যের (মানসিক হোক বা দৈহিক হোক) গুরুত্বর ক্ষতি বা বিপদ ঘটাবে, অথবা, (বি) সেই মহিলাকে হয়রানি করা - যে ক্ষেত্রে সেরূপ হয়রানি, সেই মহিলা বা সেই মহিলার সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি - সম্পত্তি বা মূল্যমান সম্পত্তির নিদর্শন পত্রর বে আইনি দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, সেই মহিলাকে বা তার সম্পর্কিত কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ দাবি মেটাতে বাধ্য করার জন্য করা হয়[৫]। এককথায়, এই আইন অনুযায়ী বিবাহিত বধূকে কোন রকম শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতন আইনত ভাবে দন্ডনীয় অপরাধ। এই আইনে আরোও বলা হয়েছে যে এইরূপ হেনস্থার কারণে যদি বিবাহের সময় বা বিবাহের পরবর্তীকালে চাওয়া পণ, বা কোনো অন্যান্য দাবি

আদায়ের জন্য করা হয়ে থাকে এবং এরকম নির্যাতন ও হেনস্থার দরুন সেই বধূ যদি শারীরিক ও মানসিক ভাবে আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে সেই সমস্ত ঘটনা এই আইনের অধীনে অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

নিম্নে ৪৯৮ (এ) ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু মামলায় আদালতের রায়দান সম্পর্কে আলোচনা করা হল:-

ওয়াজির চাঁদ এবং অন্যান্য বনাম হরিয়ানা রাজ্যে এ আই আর ১৯৮৯ এস সি ৩৭৮:১৯৪৯ (১) এস সি সি ২৪৪ (AIR 1989 sc 378:1989 (1) scc 244) মামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ। এই মামলাটি হরিয়ানা রাজ্য আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করা হয়েছিল। পণঘটিত কারণে বধূর (বীণা) মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী (ওয়াজির চাঁদ) এবং তার শ্বশুরের বিরুদ্ধে আত্মহত্যা প্ররোচনা দেওয়া ৩০৬ নং ধারা, বধূ নির্যাতন ৪৯৮ (এ) ধারায় মামলা নথিভুক্ত হয়। কিন্তু তথ্য প্রমানের অভাবে ৩০৬ নং ধারা থেকে অভিযুক্তরা খালাস পেয়ে যায়। কিন্তু বধূ নির্যাতন ৪৯৮ (এ) ধারা অনুযায়ী বধূর উপর পণকর্তৃক শারীরিক ভাবে নির্যাতনের এবং হেনস্থা করার ঘটনা প্রমাণ হওয়ায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক তারা দন্ডপ্রাপ্ত হন[৬,৭]।

1. গণনাথ পট্রনায়ক বনাম ওড়িষ্যা রাজ্য কেস নং আপিল (সি আর এল) ১ অফ ১৯৯৫ (case No:Appeal (cr1.)1 of 1995) মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত ২০০২ সালে একটি বিখ্যাত রায়দান করেন। বলা হয় নির্যাতনের সংজ্ঞা ব্যাক্তি ও পরিবারের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন রকম হতে পারে। ৪৯৮ (এ) ধারার অর্ন্তগত নৃশংসতা (Cruelty) বলতে শারীরিক নির্যাতনকেই ধরা হয়ে থাকে। এমনকি মানসিক অত্যাচার এবং স্বাভাবিক আচরণও কোন কোন ক্ষেত্রে নৃশংসতা বা নির্যাতন হিসেবে পরিগণিত হতে পারে[৮,৯]।
2. পবন কুমার এবং অন্যান্য বনাম হরিয়ানা রাজ্য (১৯৯৮) ৩ এস সি সি ৩০৯ এ আই আর ১৯৯৮ এস সি ৯৫৮:১৯৯৮ সি আর এল জে ১১৪৪ (1998) 3scc 309:AIR 1998 scc 958:1998 CrLJll 44) মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতে রায়দান করেন যে, নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচারের ঘটনা সবসময় দৈহিক বা শারীরিক নাও হতে পারে। ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮ (এ), ৩০৪বি ধারা অনুযায়ী মানসিক অত্যাচারকেও নৃশংসতা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, যা ৪৯৮ (এ) ধারার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন নারী তার চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে, আশা আকাঙ্খা নিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু তারপর সে, পণঘটিত কারণে বা অন্যান্য আচরণগত কারণে শ্বশুরবাড়িতে নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে থাকে[১০,১১]।

উপরিউক্ত আলোচনায় বিভিন্ন মামলায় আদালতের রায়দানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নিষ্ঠুরতা শুধুমাত্র শারীরিক নয়, মানসিক ভাবেও হয়ে থাকে। দেশের সর্বোচ্চ এবং উচ্চ আদালত বধূ নির্যাতন ৪৯৮ (এ) ধারায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন মামলায় নানাদিক বিচার ব্যবস্থা করেই শাস্তির বিধান দিয়ে থাকেন।

বধূ নির্যাতন ৪৯৮ (এ) মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত, উচ্চ আদালত নানারকম শাস্তির বিধান দিলেও এই আইনের অপব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠতে শুরু করে। বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO) প্রভৃতি এই আইনের অপব্যবহারের দিকটি সামনে আনতে থাকে। সারা দেশে বিভিন্ন আদালতে এই মূর্হুতে কয়েক লক্ষ্য বধূ নির্যাতনের মামলা বিচারাধীন এবং এই মামলার সংখ্যাও প্রতিনিয়ত ক্রমবর্দ্ধমান।

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ (এ) ধারাটি জামিন অযোগ্য (non-bailable) ও ধর্তব্য বা বোধগম্য (Cognizable) অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। এই আইনে অপরাধ প্রমাণীত হলে সর্বোচ্চ ৩ বছরের শাস্তির বিধান রয়েছে। এই মামলায় বিচার করেন ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার কোন বিচারক। এই ধারায় অভিযোগ ধর্তব্য বা বোধগম্য (Cognizable) হওয়ায়, অভিযোগ হওয়া মাত্রই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ফলে দেশের বিভিন্ন রাজ্য পুলিশ কর্তৃক আইনটির অপব্যবহারের অভিযোগও উল্লেখ করার মত। আরও একটি উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হল- এই আইনে অভিযোগকারী স্ত্রী বা বধূ তার পৈতিক গৃহে থাকার সময় পৈতিক গৃহ যে পুলিশ থানার অর্ন্তগত সেখানেও অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এই বিষয়টি আইনের অংশ না হলেও বিভিন্ন সময় দেশের সর্বোচ্চ আদালত বিচার (Judgement) এবং বিচারমূলক নির্দেশ (Rulling) এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

বধূ নির্যাতন ৪৯৮ (এ) ধারায় অর্ন্তভুক্ত মামলা নিয়ে অনেক সময়ই অনেক রকম অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, স্বামী, শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অনেক মহিলারাই মিথ্যা মামলা দায়ের করা থাকেন। ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮ (এ) ধারায় যেহেতু বাড়ির স্ত্রী অথবা বধূর শুধুমাত্র অভিযোগের উপরই নির্ভর করে এই ধরনের মামলা পুলিশের কাছে নথিভুক্ত হয়, সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তা মিথ্যা বলে পর্যবসিত হয়। অভিযোগের পর তা সত্যতা প্রমানের দায়িত্ব পুলিশের হাতেই ন্যস্ত থাকে। পুলিশী তদন্তের পর সেই বিষয়ক যাবতীয় তথ্যাদি, প্রমাণ সাপেক্ষ পরবর্তীকালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করা হয়। এই সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হবার পর আদালতে সেই মামলার শুনানি ও বিচার কার্য চলতে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এমনও শোনা গেছে যে তদন্তের সময়ে পুলিশী অপব্যবহারের অভিযোগও উঠে আসতে থাকে। ফলস্বরূপ বিভিন্ন সময়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানারকম অভিযোগ আসতে দেখা যায়।

বধূ নির্যাতনের এই মামলা নিয়ে সমগ্র দেশে নানারকম অভিযোগ এবং সরকারি তরফ থেকে নানারকম চাপসৃষ্টি হওয়ায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত বধূ নির্যাতন ৪৯৮ (এ) মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়। এই পদক্ষেপটি হল বধূ নির্যাতন ৪৯৮ (এ) ধারায় কোন অভিযোগ আসার পর, আদালত কর্তৃক নির্দেশিকা অনুযায়ী একটি কমিটি এই অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান, তদন্ত করবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হবার পর পরবর্তীকালে সেই অভিযোগটি পুলিশের কাছে এফ-আই-আর (FIR) হিসেবে নথিভুক্ত হবে। পুলিশের কাছে নথিভুক্ত হবার পর থেকে আইন অনুযায়ী প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে বেশ কিছু অসুবিধার জন্য ঘুরে ফিরে সেই পুলিশের হাতেই বধূ নির্যাতনের মামলার সত্যতা প্রমানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তৎকালীন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি শ্রী দ্বীপক মিশ্র আগের একটি রায় খারিজ করে নতুন রায় দান করেন এবং পুলিশকেই ৪৯৮ (এ) এর সত্যতা প্রমানের অধিকার দেন। তিনি আরোও বলেন পরিবার কল্যাণ কমিটি তৈরী করে ৪৯৮ (এ) ধারায় পুলিশী পদক্ষেপ এর ভারসাম্য আনার চেষ্টা করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই ধরনের কোন কমিটির ভারতীয় দন্ডবিধিতে জায়গা নেই[১২]।

সমগ্র দেশে লক্ষ লক্ষ মামলা এই আইনে এখনো পর্যন্ত নিস্পত্তি হয়েছে, তবে এই আইনে অভিযোগ প্রমাণীত হওয়ার সংখ্যা খুবই সামান্য। মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ মামলা বিচার পক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এখনো পর্যন্ত প্রমাণীত হয়েছে।

বধূ নির্যাতন ৪৯৮ (এ) এই অপরাধটি গ্রাম্যঞ্চলের পাশাপাশি বড়ো বড়ো শহর গুলিতেও লক্ষ্য করা যায়। এমনকি শিক্ষিত পরিবারেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রায়শই বধূ নির্যাতনের ঘটনা উঠে আসে। এককথায় বলতে গেলে আমরা প্রতিনিয়তই বধূ নির্যাতনের ঘটনা সম্বন্ধে গণমাধ্যমের দ্বারা জেনে থাকি। তবে বলা যেতে পারে যে, বেশির ভাগ পরিবারেই বধূ নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, কিন্তু তা সবটাই খবরের শিরোনামে উঠে আসে না, কিছুটা অন্তরালে থেকে যায়।

এমনও দেখা গেছে যে, অনেক পরিবারেই বাড়ির স্ত্রী, বধূ প্রতিনিয়তই অত্যাচারের, নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু লোকসমাজের ভয়ে কিংবা মান সম্মানের ভয়ে চুপচাপ, মুখ বুঝে এরকম নির্মম অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছেন। এছাড়াও এমন ঘটনাও শোনা গেছে যে, অনেক সময়ই মেয়ের বাপের বাড়ির সদস্যগণ মেয়ের প্রতি শ্বশুরবাড়ি কর্তৃক অত্যাচার, নির্যাতনের কথা শুনেও সবকিছু চেপে গেছেন এই ভেবে যে, বারংবার বরপক্ষের দাবিমত টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র ঠিকমত মেটাতে পারলেই হয়তো তাদের আদরের কন্যাসন্তানটি ঠিকমত সংসার করতে পারবে এবং শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবে। মনের মধ্যে এই আশা পোষণ করেই অনেক ক্ষেত্রে মেয়ের বাপের বাড়ির সদস্য (বাবা, মা, ভাই প্রমুখ) নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে বরপক্ষের দাবি মেটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তার ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বধূ নির্যাতনের পরিণতি মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায়।

ভারতের জাতীয় সংসদ কর্তৃক এই আইনটি পাশ হওয়ার পর প্রায় এক দশক পরে এই আইনটির ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভুক্তভোগী নারীরা এই আইনে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে দাবি জানাতে থাকেন। কিছু কিছু রাজ্য যেমন- পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, অন্ধপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় এই আইনের ব্যাপক প্রয়োগ হতে দেখা যায়।

ভারতীয় দন্ডবিধিতে ৪৯৮ (এ) ধারা সংযোজন করার সময় একই সঙ্গে ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধিতে (Crpc) ১২৫ নং ধারাকেও সংযোজন করে দেওয়া হয়। এই আইনটি বিবাহিত স্ত্রী এবং নারীদের ভরনপোষণের ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। মূল আইন না হলেও ফৌজদারী কার্যবিধিতে ১২৫ নং ধারায় দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে স্ত্রী ও নির্ভরশীল মহিলারা খোরপোষ সংক্রান্ত বিচারের আদেশ পেয়ে থাকেন।

এই ধারায় কোন স্ত্রী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করলে অপর জনকে নোটিশ দেওয়া হয় এবং দুই তরফে তথ্য প্রমাণাদি যাচাই ও শুনানির মাধ্যমে বিচারক খোরপোষের পরিমাণ ঠিক করে দেন।

৪৯৮ (এ) ধারার সঙ্গে ফৌজদারী কার্যবিধিতে ১২৫ নং ধারাও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও প্রযোজ্য হয়। দেশের আইনজীবী ও ব্যবসাজীবীদের মধ্যে এই আইন ও তার প্রয়োগ খুবই জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত। বধূ নির্যাতনের ৪৯৮ (এ) ধারায় মামলা নথিভুক্ত হওয়ার সময় বা পরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্যাতিত মহিলাগণ ১২৫ নং ধারায় খোরপোষের আবেদনও জানিয়ে থাকেন। স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্য কর্তৃক শারীরিক, মানসিক ভাবে নির্যাতন হওয়ার দরুন অনেক বধূরাই স্বামীগৃহে অথবা পিতৃগৃহে বসবাস থাকাকালীন নিজের সন্তানের ভরনপোষণের জন্য আদালতের দারস্থ হয়ে থাকে। ৪৯৮ (এ) ধারা না করেও ১২৫ নং ধারায় মামলা দায়ের করা যেতে পারে, আবার একই সঙ্গেও করা যেতে পারে। ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধিতে ১২৫ নং ধারার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে সেই সম্পর্কে বর্ণনা করা হল:-

ফৌজদারী কার্যবিধির (Crpc) ১২৫ নং ধারা অনুযায়ী যথেষ্ট উপায় সম্পন্ন (having sufficiantmeans) কোন ব্যক্তি যদি কাউকে ভরনপোষণ দিতে অবহেলা বা অস্বীকার করে যথা-

১. তার স্ত্রী যে নিজেকে ভরনপোষণ করতে অক্ষম বা

২.তার বৈধ বা অবৈধ (legitimate orillegitimate) অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, সেই সন্তান বিবাহিত হোক বা না হোক, যে নিজেকে ভরনপোষণ করতে অক্ষম বা,

৩. তার বৈধ বা অবৈধ সন্তান (সেই সন্তান বিবাহিত কন্যা নয়) যে প্রাপ্তবয়স্ক, যেক্ষেত্রে সন্তান শারীরিক বা মানসিক ভাবে অস্বাভাবিক বা আঘাতের কারণে নিজেকে ভরনপোষণ করতে অক্ষম বা,

৪. তার পিতা বা মাতা, যে নিজেকে ভরনপোষণ করতে অক্ষম[১৩],

ভরনপোষণের নির্দেশ করে সম্পূর্ণ স্বামীর অর্থ উপাজনের উপর। অতএব স্বামীর মাসিক মাহিনার অঙ্ক দেখেই আদালত ভরনপোষণের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ভরনপোষণের টাকা প্রতি মাসে মাসে দেওয়ার জন্যই আদালত নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধিতে ১২৫ নং ধারার সর্বজনীন প্রয়োগ নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ইসলাম ধর্মীয়লম্বীদের ক্ষেত্রে এই আইন একই রকম প্রযুক্ত হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরী হয়েছিল। এর কারণ মুসলিম ব্যাক্তিগত আইন অনুযায়ী একজন মুসলিম মহিলা তালাক প্রাপ্ত হওয়ার পর সর্বাধিক ছয় মাস পর্যন্ত প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ পেয়ে থাকেন। অপরদিকে ১২৫ নং ধারায় খোরপোষ একবার চালু হলে তা অনির্দিষ্টকাল অবধি চলতে থাকে। সুতরাং এই আইনের মধ্যে একটু বিরোধের অবস্থান রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন আদালতের রায়ের ১২৫ নং ধারা হিন্দুদের মত মুসলিমদের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে।

বধূ নির্যাতন ৪৯৮ (এ) এবং ১২৫ নং ধারায় খোরপোষ সংক্রান্ত মামলা ভারতবর্ষের অনেক প্রান্তেই দায়ের করা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গেরও বিভিন্ন জেলাগুলিতে এই ধরনের মামলা নথিভুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নদীয়া হল একটি অন্যতম জেলা। এই জেলাতেও এই দুই ধরনের মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় একটি সমীক্ষা (Survey) করা হয়েছে। নদীয়া জেলার মোট ২৫টি থানার মধ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঁচটি থানাকে বাছাই করা হয়েছে। এই থানা গুলি হল- শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, কৃষ্ণগঞ্জ, কল্যাণী।

অবস্থানের দিক থেকে নদীয়া জেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজার উত্তর ও দক্ষিণ দুই প্রান্তের মাঝামাঝি এই জেলার অবস্থান। জেলার পূর্ব প্রান্তে বাংলাদেশের সীমান্ত, উত্তর দিকে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমে বর্ধমান, দক্ষিণে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা অবস্থিত। এই জেলার জনসংখ্যা একটি বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্ধাস্ত হিন্দু জনগোষ্ঠী। তবে প্রাচীনকালে এই জেলা সাংস্কৃতিক কর্মান্তের দিক দিয়ে খুবই বিখ্যাত ছিল। বৈষ্ণবগুরু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম ও কর্মকান্ডের জন্য এই জেলা একটি তীর্থস্থান হিসেবেও সমাদৃত।

নদীয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি অন্যতম জেলা। ২২-৫৩" থেকে ২৪-১১" উত্তর অংশে এবং ৮৮-০৯" ও ৮৮-৪৮" পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই জেলার অর্ন্তভুক্ত ভূভাগ সমগ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৬ ফুট উঁচুতে অবস্থিত[১৪]।

এই গবেষণাপত্রে পূর্বে উল্লিখিত নদীয়া জেলার যে পাঁচটি থানা নিয়ে বধূ নির্যাতন (৪৯৮ এ) এবং খোরপোষ সংক্রান্ত মামলার (১২৫ নং ধারা)বিষয়ে যে নমুনা সমীক্ষা (Sample Survey) করা হয়েছে সেই সমীক্ষার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই দুই মামলার পরিসংখ্যান একটি চার্টের মাধ্যমে নিম্নে প্রকাশ করা হল।

থানা	৪৯৮ (এ) বধূ নির্যাতন	১২৫ (খোরপোষ)
শান্তিপুর	৬	৪
কৃষ্ণনগর	৭	৩
রানাঘাট	৬	৪
কৃষ্ণগঞ্জ	৮	২
কল্যাণী	৭	৩

সূত্রঃ ক্ষেত্র সমীক্ষা, মার্চ ২০১৯

উপরোউক্ত ৫টি থানায় বধূ নির্যাতন ৪৯৮ (এ) সংক্রান্ত ৩৪টি ঘটনা ও খোরপোষ সংক্রান্ত ১২৫ নং ফৌজদারি কার্যবিধির (Crpc) ধারায় ১৬টি ঘটনাকে যাচাই করা হয়েছে। ৩৪টি ঘটনার মধ্যে শান্তিপুর থানায় ৬টি, কৃষ্ণনগর থানায় ৭টি, রানাঘাট থানায় ৬টি, কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ৮টি, কল্যাণী থানায় ৭টি ঘটনাকে নমুনা সমীক্ষা (Sample Survey) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তদরূপ ১২৫ নং ধারায় খোরপোষ সংক্রান্ত মামলায় ১৬ টি ঘটনার মধ্যে শান্তিপুর থানায় ৪টি, কৃষ্ণনগর থানায় ৩টি, রানাঘাট থানায় ৪টি, কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ২টি, কল্যাণী থানায় অর্ন্তভুক্ত ৩টি ঘটনাকে নমুনা সমীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বধূ নির্যাতন মামলায় ৪৯৮ (এ) উল্লিখিত ৩৪টি ঘটনার সমীক্ষা করতে গিয়ে জানা গেছে যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মহিলারা অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হওয়ার দরুন বাধ্য হয়েই এই ধরনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। নির্যাতন, অত্যাচারের কারণ হিসেবে উঠে এসেছে টাকা-পয়সা, মেয়ের বাপের বাড়ি কর্তৃক শ্বশুরবাড়িতে দামি দামি জিনিসপত্র, গহনাপত্র, ইত্যাদি। এছাড়াও এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কিছু কিছু ঘটনায় বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরেও নতুন করে পণ দাবি করে অত্যাচার করা হয়েছে। সেই সমস্ত দাবির মধ্যে রয়েছে নতুন বড় টিভি (T.V) বড় রেস্ট্রিজারেট্র, দুই চাকা গাড়ি, কিংবা স্বামীর ব্যবসা, দোকানপাঠ আরও বৃদ্ধি করানোর জন্য মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কর্তৃক বাপের বাড়িতে টাকা-পয়সা দাবি ইত্যাদি।

সমীক্ষা করতে গিয়ে উপলব্ধি হল যে, যেই সমস্ত মহিলাগণ এই ধারায় মামলা নথিভুক্ত করেছেন তারা শুধুমাত্র শ্বশুরবাড়ি কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তা নয়, এর পাশাপাশি মানসিক নির্যাতনেরও শিকার হয়েছেন। যেমন- শ্বশুরবাড়ির দাবি সময়মত এবং ঠিকমত না মেটানোর জন্য বারংবার বধূকে অকথ্য ভাবে গালাগালি দেওয়া, কিংবা বয়স্ক- কমবয়সী লোক, পাড়া প্রতিবেশীর সামনে তাকে অপমান করা, উঠতে বসতে তাকে কু-কথা শোনানো এই সবকিছুই এই মানসিক নির্যাতনের অর্ন্তভুক্ত।

১২৫ নং ধারায় খোরপোষ সংক্রান্ত মামলায় ১৬টি ঘটনাকে সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলারা নির্যাতনেরও শিকার হয়েই এই ধারায় মামলা দায়ের করছেন। নিজেদের ভরনপোষণ চালানোর জন্যই এই ধারায় মামলা হয়ে থাকে।

বেশ কিছু প্রশ্নকে সামনে রেখে এই সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই প্রশ্নগুলি নিম্নরূপঃ-

১) আপনি শ্বশুরবাড়ি কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন? যদি এমন কোন পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাকেন তাহলে কোন কোন ধারায় মামলা নথিভুক্ত করেছেন?

২) মামলা নথিভুক্ত হবার পর কোনরূপ আইনগত সুবিধা পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে কি রূপ?

৩) প্রথম মামলা দায়ের হবার পর আরও নতুন কোন মামলা দায়ের করেছেন কি? করে থাকলে তা কোন ধারায় করা হয়েছে?

৪) প্রশাসনের তরফ থেকে কতটা সুবিধা পেয়েছেন?

উপরিউক্ত এই সমস্ত প্রশ্নগুলিকে সামনে রেখে এই সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। শুধুমাত্র অভিযোগকারিনী নয়, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনজীবীদের সহায়তাও গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকাংশই একই মত পোষণ করেছেন যে, মহিলাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি মাত্রায় বধূ নির্যাতন ৪৯৮ (এ) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে।

অভিযোগকারীদের বয়ান অনুযায়ী থানায় অভিযোগ গ্রহণ এবং তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা সন্তোষজনক না হলেও মোটামুটি সদর্থক। বধূ নির্যাতনের মামলা যেহেতু সর্বপ্রথম সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়, অতএব সম্পূর্ণ ভাবে অভিযোগের উপর নির্ভর করেই পুলিশ গোটা বিষয়টি তদন্ত করে এবং তদন্ত শেষ হবার পর চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরী করে আদালতে পেশ করে। অতএব এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ভাবে এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা ও তৎপরতা আরও বেশি সন্তোষজনক হওয়া বাঞ্চনীয় বলে অধিকাংশই মতামত ব্যক্ত করেন।

ফৌজদারী কার্যবিধির (crpc) ১২৫ নং ধারায় মহিলাদের খোরপোষ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্তরে পুলিশের কোন ভূমিকা নেই। এক্ষেত্রে অভিযোগকারী মহিলা উকিলের মাধ্যমে আদালতে আবেদন জানিয়ে থাকে। দীর্ঘ সুনানির পর আদালত স্ত্রীর খোরপোষের নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত বিষয়টি দুপক্ষের মধ্যে সীমিত থাকে। এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রাপ্ত টাকা না দিলে সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ মত পুলিশকেই প্রয়োজনীয় আইনানুন ব্যবস্থা নিতে হয়। এই ক্ষেত্রে পুলিশ খোরপোষ প্রদানকারী অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তাকে উপস্থিত করে থাকে। তবে পরবর্তীকালে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইন ২০০৫ প্রণয়ন হবার পর এবং সেই আইনে বিবাহিত স্ত্রীর খোরপোষ আদায়ের উপযুক্ত বিধান থাকায় বিবাহিত মহিলারা ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ নং ধারা এখন খুব কমই প্রয়োগ করছেন। এর কারণে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক মামলায় খোরপোষ সংক্রান্ত আবেদন আদালত খুব দ্রুততার সঙ্গে মীমাংসা করে থাকেন।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ (এ) ও ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ নং ধারার প্রয়োগ নিয়ে সারা দেশ ব্যাপী ব্যাপক আলোচনা, আলোড়ন ইতিমধ্যেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্তরে সারা ফেলে দিয়েছে। এই আইনের প্রয়োগ, অপপ্রয়োগ, অতিরিক্ত প্রয়োগ দেশের চিরাচরিত পরিবার ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার ভিতকে অনেকটাই নড়বড়ে করে দিয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন আইনগত সমীক্ষা প্রশাসনিক সমীক্ষা ও বিচার বিভানীয় সমীক্ষায় এই আইনের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের দিকটি বিভিন্ন আলোচনায় এসেছে এবং ব্যাপক আলোড়ন তৈরী করেছে।

সর্বশেষে বলা যায় যে, বধূ নির্যাতন মামলা ৪৯৮ (এ) এবং খোরপোষ সংক্রান্ত মামলা ১২৫ নং ধারা মহিলাদের জন্য করা হলেও এই আইন দুটিতে নানারকম অসঙ্গতি বজায় রয়েছে। যেমন- ১২৫ নং মামলা বিচার প্রক্রিয়া খুব দীর্ঘ সময় ধরে চলে বলে খুব তাড়াতাড়ি এই মামলায় মীমাংসা হয় না। যার ফলে

অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগকারি মহিলারা বিচারের আগে বাধ্য হয়েই মাঝপথে মামলা তুলে নেয়। ঠিক তেমনি ৪৯৮ (এ) মামলায় তদন্ত চলাকালীন পুলিশী গাফিলতির অভিযোগ পরিলক্ষিত হয়।

অতএব বধূ নির্যাতন মামলা ৪৯৮ (এ) এবং খোরপোষ সংক্রান্ত মামলা ১২৫ নং ধারা দুটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও বদল আনতে হবে। এর পাশাপাশি ধারা দুটির দ্বারা নির্যাতিতা বধূগণ যাতে সঠিক বিচার পেতে পারেন সেই ব্যবস্থার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এবং এই বিষয়ে পুলিশ, আইনজীবীগণ প্রমুখদের আরও বেশি তৎপর হওয়া দরকার।

তথ্যসূত্র:

১) Saxena Rekha, Women and crime in India, A stuidy in socio-culturral Dynamies, Inter-India Publications, D-17 Raja Garden, New Delhi, 1994, p-46.

২) FRUZZETTI.M.LINA, The Gift of a virgin, women, marriage, oxford university press, Delhi, 1990, p-9.

৩) WALIKHANNA, CHARU, LAW ON VIOLEENCE AGAINST WOMEN SERIALS PUBLICATIONS, NEW DELHI, 2009, P-117.

৪) Justice KHASTGIR PADMA, criminal Majorr Acts, First Edition by Justice S.R Roy, Kamal Law House, Kolkata, 2006, p-537.

৫) বাংলায় মেজর ক্রিমিনাল এগটেস, প্রকাশকঃ লম্যান পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৮, পৃষ্ঠাঃ- ৩২২।

৬) MAJUMDAR, R.K, KATARIA, R.P LAW RELATING TO DOWRY PROHIBITION CRUELITY THARRASSMEN, Third Edition, ORIENT PUBLISHING COMPANY, New Delhi, 2016, p-53.

৭) Wazir chand vs Hariyana state, cited in – https: // indiankonoon. org/doc/1481813/Access date- 7.12.2018, Time- 3.24 P.M .

৮) Justice KHASTGIR PADMA, criminal Majorr Acts, First Edition by Justice S.R Roy, Kamal Law House, Kolkata, 2006, p-539.

৯) Gananath Pattnaik vs orissa state, cited in – https: // indiankonoon. org/doc/301037/Access date- 10.12.2018, Time- 10.12 A.M .

১০) Justice KHASTGIR PADMA, criminal Majorr Acts, First Edition, by Justice S.R Roy, Kamal Law House, Kolkata, 2006, p- 538-539.

১১) Pawan Kumar and another vs Hariyana state, cited in https : // indiankonoon. org/doc/60202/Access date- 12.12.2018, Time- 7.15 P.M .

১২) ৪৯৮ (এ) নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে খুশি সব পক্ষই, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৮, শনিবার, কলকাতা, পৃষ্ঠাঃ- ৬।

১৩) RAY.M, The Protection oF Women from Domestic Violence Act 2005, with The Protection oF Women from Domestic Violence Rules 2006, Pub- TAX'N LAW, KOLKATA, 2015, P-67.

১৪) Geographical Location of Nadia District, Cited in- https://www.mapsofindia.com/maps/westbengal/district/nadia.htm, Aeess Date- 27.12.2018, Time- 9.00 P.M।.